মেহেরপুরে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনের ২১৩ টি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। নির্বাচনে পুলিশ, আনছার, র্যাব, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃংখলা রক্ষায় মাঠে রয়েছেন।

সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ আসনে ১২৩ টি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন। প্রার্থী রয়েছেন ৪ জন। এরা হলেন- বিএনপি’র মাসুদ অরুন, জামায়াত জোটের তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি-সিপিবি প্রার্থী মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে তিন জন প্রার্থী রয়েছেন। এর হলেন-বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত জোট প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকি।

এ আসনটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৭০৫ জন। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৯০টি।

কে হাসবেন বিজয়ের হাসি, কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে হাসবে বিজয়ের হাসি। সেই ক্ষণে উপস্থিত ভোটাররা। মেহেরপুর -১ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মাসুদ অরুন না কি তাজ উদ্দীন আহমেদ বিজয়ী হবেন দিন পার হলেই ভোটের ফলাফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। একই ভাবে মেহেরপুর-২ আসনেও আমজাদ হোসেন নাকি নাজমুল হুদা একই চিত্র ভোটের মাঠে। তবে নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে, মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ভোট দেবেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং জামায়াত প্রার্থী

তাজ উদ্দীন ভোট দেবেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। এছাড়া সিপিবি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমান ভোট দেবেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ ভোট দেবেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে।

এদিকে, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী ভোট দেবেন দেবিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট পেবেন।

দুটি আসনের অতিগুরত্বপূর্ণ ২৭টি সেন্টার, নির্বাচন সুষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের সঙ্গে মতবিনিময় কালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের দুটি আসনে ২১৩টি কেন্দ্র ও ২টি পোস্টাল ভোট কেন্দ্রসহ ২১৫টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। প্রার্থী ও সকলের সহযোগীতায় এ জেলায় সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত ভোটের আগে যেধরণের অপরাধ ও আশঙ্কা থাকে সেগুলো কিছুই দেখা যায়নি। তাই আমরা মনে করি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আমরা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে পারবো।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সেনাবাহিনী লে. কর্ণেল হাসান মাহমুদ সৌরভ, জেলা নির্বাচন

কর্মকর্তা মো. এনামুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী নিরাপত্তায় বিজিবির ৯টি প্লাটুন, র্যাবের ৪টি প্লাটুন, ২৫০ জন সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ২৫টি মোবাইল টিম, ১০টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও হেল্পলাইন ৯৯৯ সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় বলেন, আমরা অতিগুরত্বপূর্ণ (ঝুকিপূর্ণ) হিসেবে দুটি আসনে ২৭টি সেন্টারকে চিহিৃত করেছি। এই ২৭টি সেন্টারে বডি অন ক্যামেরাসহ পুলিশ কর্মকর্তা থাকবে। এছাড়া সকল সেন্টারে যাতে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় সেভাবে আমরা সজাগ আছি।

এদিকে, সকাল থেকে বিভিন্ন সেন্টারে ব্যালটবাক্স, অমোচনী কালীসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সরবরাহ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুরে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হচ্ছে ব্যালট বক্স ও সরঞ্জাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে ব্যালট বক্স, ব্যালট পেপারসহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় জেলার তিনটি উপজেলায় একযোগে এ কার্যক্রমের সূচনা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম উপজেলা পর্যায়ে

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী সরঞ্জাম হস্তান্তর করেন।

এ সময় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বাবু হকসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬০৮ জন। জেলায় মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ২১৩টি।

এর মধ্যে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে ভোটার রয়েছেন ৩ লাখ ১৩ হাজার ২১৬ জন এবং ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১২৩টি। অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৬৭ হাজার ৩৯০ জন এবং ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৯০টি।

মেহেরপুরে জেলা ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিম জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন করছে।

পরিদর্শনকালে টিমের সদস্যরা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসহ সব নির্বাচনী কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। নির্বাচন যাতে ভয়মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্যে প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তারা সর্বদা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বলে জানানো হয়।

এ সময় টিমের সদস্যরা জানান, জেলার কোথাও আইনশৃঙ্খলার অবনতি

কিংবা কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের কোনো তথ্য বা ঘটনা ঘটলে দ্রুত ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের সদস্যদের জানাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

গাংনীতে ভোট কেন্দ্রের পাশ থেকে ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীর একটি ভোটকেন্দ্রের পাশ থেকে ককটেল সদৃশ্য একটি সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।কেন্দ্রটিতে মেহেরপুর ৭৪/২ সংসদীয় আসনের ভোটগ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে ভোটকেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে ঈদগাহ মাঠের গ্রিলের সঙ্গে ঝুলানো একটি লাল শপিং ব্যাগে রাখা সন্দেহজনক বস্তুটি দেখতে পান স্থানীয়রা। ব্যাগটির ভেতরে তুলার মধ্যে কালো স্কচটেপে মোড়ানো বস্তুটি দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানায় খবর দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন আলী বলেন, সকালে ঈদগাহের গ্রিলের সঙ্গে ঝোলানো লাল শপিং ব্যাগে স্কচটেপে মোড়ানো ককটেল সদৃশ বস্তুটি নজরে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বালতির পানিতে ডুবিয়ে নিরাপদভাবে বস্তুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মঙ্গলবার রাতের কোনো এক সময় বস্তুটি সেখানে রাখা হয়।

তিনি আরও বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে ভয় আছে, কিন্তু ঘটনা নেই

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুরে ভোটের আগে উত্তেজনা ছিল, তবে তা সীমিত পর্যায়ে। ২০১৮ সালে সেই উত্তেজনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভোটের আগেই নানা এলাকায় সংঘর্ষের গুজব, পোস্টার ছেঁড়া এবং শেষ মুহূর্তের টানটান পরিস্থিতি ভোটারদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই এবারের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে দেখছেন মেহেরপুরের মানুষ।

এবারের চিত্র ভিন্ন। ভোটের আগে এখন পর্যন্ত কোনো বড় সহিংসতা নেই, প্রকাশ্য উত্তেজনাও চোখে পড়ে না। হামলা, বাড়ি-ঘর ভাংচুর, মিছিলকেন্দ্রিক সংঘাত- সবই প্রায় অনুপস্থিত। প্রশাসনের ভাষায় পরিস্থিতি ‘সম্পূর্ণ স্বাভাবিক’। কিন্তু মেহেরপুর ও গাংনীর অতীতের দুই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তুলনা করলে এই স্বাভাবিকতাই প্রশ্ন তৈরি করছে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভোটের আগে যেসব এলাকায় প্রকাশ্য উত্তেজনা ছিল, সেসব এলাকাতেই এবার ভোটারদের মধ্যে চাপা উদ্বেগ বেশি। বিশেষ করে নারী ও বয়স্ক ভোটাররা বলছেন, আগের নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের মন থেকে যাচ্ছে না। এক ভোটারের ভাষায়, আগে গোলমালটা দেখা যেত, এবার দেখা যাচ্ছে না- এইটাই বেশি ভয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনে অনেক প্রার্থী শেষ দিকে প্রকাশ্য প্রচারণা কমিয়ে দিয়েছিলেন নিরাপত্তা শঙ্কায়। এবারের নির্বাচনে একই আচরণ দেখা যাচ্ছে, তবে আরও নীরবভাবে। কেউ প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন না, কিন্তু রাতের প্রচারণা সীমিত রাখা, চলাচলের রুট বদলানো কিংবা নিজস্ব কর্মীদের দিয়ে পাহারা দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এটি দেখাচ্ছে- ঘটনা না থাকলেও সতর্কতা রয়েছে।

তিন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এসেছে তথ্যপ্রবাহে। ২০১৪ সালে গুজব ছড়াত মুখে মুখে, ২০১৮ সালে মোবাইল ফোনে, আর এবারের নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি। যদিও এখন পর্যন্ত বড় কোনো অনলাইন উসকানি প্রকাশ্যে আসেনি, তবুও প্রশাসন ও প্রার্থীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে অদৃশ্য সতর্কতা কাজ করছে।

সব মিলিয়ে তিন নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন সবচেয়ে শান্ত কাগজে-কলমে। কিন্তু এই শান্ত পরিবেশ অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ভোটারদের পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করতে পারছে না। মেহেরপুরে তাই এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সহিংসতা নয়, বরং ভয়হীন পরিবেশ নিশ্চিত করা। কারণ ইতিহাস বলছে, এখানে ভয় আগে আসে, ঘটনা পরে।

মেহেরপুরে উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম বিতরণ সম্পন্ন

আর মাত্র একদিন পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। শেষ হয়েছে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা। উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম বিতরণের কাজ সম্পন্ন। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারী) সকালে উপজেলা থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে ভোটের সরঞ্জাম।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ট্রেজারী থেকে উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ বুঝে নেন এসব সরঞ্জাম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এসব সরঞ্জাম তুলে দেন মেহেরপুর-২ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর-১ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার হাতে।

আজ মধ্যরাত থেকে মেহেরপুরসহ সারাদেশে মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সারাদেশে সব ধরনের যান চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। এর আওতায় আজ মধ্যরাত (রাত ১২টা) থেকে মেহেরপুরসহ সারাদেশে মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর ৭২ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে।

এর আগে গত ১ ফেব্রুয়ারি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।

এছাড়া ১১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত ১২টা থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

তবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজে অনুমোদিত সব ধরনের যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি’র মনোনিত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের পক্ষে গাঁড়াবাড়ীয়া ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া বাজারে নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়।

নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান। বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, বিএনপি নেতা খায়রুজ্জামান বাবু, মোফাজ্জেদ হোসেন, বশির আহমেদ, শাহিন আলম, লোকমান হোসেন, মহিরুল ইসলাম, বিশারত আলি, হাফিজুল ইসলাম, দ্বীন ইসলাম, শরীফ হোসেন, আরজান আলি, ইলিয়াস হোসেন, জিয়ারত আলী, কুদ্দুস আলী, মোফাজ্জল হোসেন, বিল্লাল হোসেন, ফিরোজ হোসেন, আব্দুল মতিন, তাজিম আলী।

আরো উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।